নয়া দিগন্ত

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, ২২ মে ২০০৮

মুদ্রাস্ফীতি রাজস্ব নীতি ও বিনিময় হার

ড. এম আজিজুর রহমান

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মুদ্রাস্ফীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাস্তব চাহিদা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতার বাইরে চলে যাওয়ায় দিন দিন মানুষের মাঝে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি কমবেশি ১৩ শতাংশ। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত মুদ্রাস্ফীতি থেকে বাস্তবে মুদ্রাস্ফীতি আরো বেশি। প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি ধনাত্মক হওয়ার দরুন মুদ্রাস্ফীতি শুধু বাড়ছে এবং এর শেষ কোথায় তা আমরা ধারণাও করতে পারছি না। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর বিশাল জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবন যাপন করছেন। নির্ধারিত আয়ের মানুষের কষ্ট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মানুষের প্রকৃত আয় দিন দিন কমছে। অপর দিকে দেশের বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় লক্ষণীয়ভাবে নিচের দিকে নেমে আসছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে মানুষের হ্রাসকৃত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের অভাব প্রকট আকার ধারণ করছে। উপরন্তু বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ও খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে। দুর্নীতি দমনে গৃহীত কঠোর ব্যবস্থার কারণে শিল্প, শিল্পায়ন ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার, বিনিয়োগ ও বেকার সমস্যা দূরীকরণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমরা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করব না বেকার সমস্যা দূর করব এ এক অহিনকুল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার কারণ বহুবিধ। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করতে হলে সঙ্কুচিত রাজস্বনীতি গ্রহণ করতে হবে। আবার বেকার সমস্যা দূর করতে হলে সরকারের সম্প্রসারিত রাজস্বনীতি গ্রহণ করতে হবে। এমতাবস্থায় আমরা কোন দিকে যাব? বুঝতে হবে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে কোন উদ্দেশ্যটি প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পাবে। ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, আমরা কোনোমতেই সঙ্কুচিত রাজস্ব নীতি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি না। দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ, জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে এবং এ জন্য সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হবে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হবে।

সম্প্রসারিত রাজস্বনীতির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সরকারি ব্যয় ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব ঘাটতি বাড়াতে হবে। এই বাড়তি খরচ মেটানোর জন্য সরকারের ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। সরকারকে বাজারে সঞ্চয়পত্র ও বিভিন্ন বন্ড ছাড়তে হবে। বন্ড পেপারের সরবরাহ বেড়ে গেলে এর দাম কমে যাবে। ফলে দেশব্যাপী সুদের হার বৃদ্ধি পাবে। বিদেশ থেকে আমাদের দেশে অর্থ সম্পদের প্রবাহ বাড়বে। বৈদেশিক বিনিময় বাজারে আমাদের টাকার চাহিদা ও বিনিময় মূল্য দু'টিই বাড়বে। এই বাড়তি বিনিময় হার আমদানিপ্রধান এ দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে।

আবার সম্প্রসারিত রাজস্বনীতির ফলে মানুষের আয় উন্নতি ও আমদানি চাহিদা দু'টিই বাড়বে। আমদানি বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়বে ও বিনিময় হার সাময়িকভাবে হলেও হ্রাস পাবে, যা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়ক নয়। দ্বিমুখী সমস্যা যেমন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ ও বেকার সমস্যা দূরীকরণের মুখে সম্প্রসারিত রাজস্বনীতি দ্রব্যাদির বাজার মূল্যকে আরো এক ধাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। দেশীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য এভাবে বৃদ্ধি পেলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতার আসন নিম্নগামী হবে। আমদের রফতানির খাত আরো সঙ্কুচিত হবে। স্বাভাবিক নিয়মে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে আমাদের মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পাবে, যা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সহায়ক নয়। ওপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, সম্প্রসারিত রাজস্বনীতি পদ্ধতি অনুসরণ করলে বেকার সমস্যা দূরীকরণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বাড়াতে আমরা কিছুটা হলেও সফল হতে পারব। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় এই সম্প্রসারিত রাজস্বনীতি সহায়ক হবে না। তাই এ প্রবন্ধে আমরা সুপারিশ করছি, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ যুদ্ধে বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু বেকার সমস্যা দূরীকরণ, জাতীয় ও মাথাপিছু আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য আমরা অবশ্যই সম্প্রসারিত রাজস্ব নীতি পদ্ধতিরই শরণাপন্ন হবো।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের বিকল্প ব্যবস্থার বেশি কিছু না থাকলেও আমরা যা করতে পারি তা হলো- আমাদের মুদ্রা বিনিময় হারকে বাড়িয়ে তা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা, যাতে করে এই আমদানিনির্ভর বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনেকাংশে আমাদের ক্রয়ক্ষমতার নাগালে থাকে এবং জনজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হবে, আমরা যদি রাজস্ব ঘাটতি বাড়িয়ে তা উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে পারি। উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সরাসরি বিনিয়োগ বা ভর্তুকি দিলে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তা সহায়ক হবে। জিনিসপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধ হবে। ■

লেখক : ভিসি ও প্রধান উপদেষ্টা, আইপিআর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি